293635 - যে ব্যক্তি কোন এক দেশে সফরে যাচ্ছেন যেখানে তিনি আটদিন থেকে একটি কোর্সে অংশ গ্রহণ করবেন; যে কোর্সে গভীর মনোযোগ দিতে হবে; এমতাবস্থায় কি তার জন্যে রোযা না রাখা বৈধ?

প্রশ্ন

আমি জেদ্দাতে মুকীম। লণ্ডনে যাচ্ছি। সেখানে আটদিন থাকব। সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষা পাস করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করা। কোর্সটির সময় হচ্ছে ইফতারের চার ঘণ্টা আগে থেকে। মাগরিবের আযান পর্যন্ত কোর্স চলবে। এ কোর্স করতে কিছু রোগীদের অবস্থার উপর নিবিড় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমার জন্য রোযা না-রাখা কি জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আপনার সফরের দিন ও ফিরে আসার দিন শহরের ঘরবাড়ী অতিক্রম করার পর রোযা ভঙ্গে ফেলা জায়েয। উদাহরণতঃ যদি আপনার সফর হয় জেদ্দা থেকে দুপুরে। তাহলে রাত থেকে রোযার নিয়ত করা ও পানাহার থেকে বিরত থাকা আপনার উপর ওয়াজিব; যতক্ষণ না আপনি শহরের ঘরবাড়ী অতিক্রম করেন। অতিক্রম করলে রোযা ভঙ্গে ফেলা আপনার জন্য জায়েয হবে।

অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য আপনার ফেরত আসার দিনও। আপনি যদি দিনের বেলায় সফর করেন তাহলে শহরের ঘরবাড়ী অতিক্রম করার আগে রোযা ভাঙ্গবেন না।

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করেন তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয। এটি ইমাম আহমাদের মাযহাব এবং শাফেয়ি, ইসহাক ও দাউদের অভিমত। এবং এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।

আর জমহুর আলেমের মতে, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করেন তার জন্য সেই দিনের রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) অগ্রগণ্য অভিমতের দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "যেহেতু উবাইদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেন: আমি আবু বাসরা আল-গিফারীর সাথে রমযান মাসে ফুসতাত থেকে জাহাজে উঠেছিলাম। জাহাজ রওয়ানা হল। এরপর দুপুরের খাবারের

সময় হল। তখনও বাড়ীঘর অতক্রিম করনেি। কন্িতু তনিি দস্তরখান বছিানোর নর্িদশে দলিনে। এরপর বললনে: কাছে আস। আমি বললাম: আপনি বাড়ীঘর দখেছনে না? তনিি বললনে: তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুন্নত থকেে বমিুখ হতে চাও? এরপর তনিি খয়েছেনে। [সুনানে আবু দাউদ] এরপর তনিি বলনে: যদি এটি সাব্যস্ত হয় তাহলে বাড়ীঘরগুলোকে পছেনে ফলোর আগে রোযা ভাঙ্গা বধৈ হবে না। অর্থাৎ বাড়ীঘরগুলোকে অতক্রিম করা এবং এগুলোর মধ্য থকেে বরে হয়ে যাওয়া।

আল-হাসান বলনে: যইে দনিে সফর করতে ইচ্ছুক সইে দনি সে চাইলে নজি বাসাতইে ইফতার করতে পার।ে অনুরূপ কথা আতা থকেওে বর্ণতি আছ।ে ইবনে আব্দুল বার বলনে: হাসানরে উক্তটিি বরিল। নজি গৃহে থাকাবস্থায় রোযা ভাঙ্গার পক্ষে কারো অভমিত নইে। কোন আকলি দললিওে নইে, নকলি দললিওে নইে। হাসান থকেে এর বপিরীত অভমিতও বর্ণতি আছ।ে[আল-মুগনী (৩/১১৭) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

মুসাফরি ব্যক্তি যদি কোন শহরে চারদনিরে বশেি থাকার নয়িত করে তাহলে মালকেি, শাফয়েি ও হাম্বলি মাযহাবরে আলমেদরে মত,ে তথা জমহুর আলমেদরে মত,ে সে মুকীমরে হুকুমে পড়।ে একজন মুকীমরে উপর যা যা অনবিার্য; যমেন রোযা রাখা ও নামায পরপিূর্ণভাবে আদায় করা তার উপরওে সগেুলো আদায় করা অনবিার্য।

ইবনে কুদামা বলনে: যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন শহরে ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ার নয়িত করে তাহলে সে নামাযগুলো পূর্ণভাবে আদায় করব।ে ইমাম আহমাদ থকেে বর্ণতি প্রসদ্ধি অভমিত হচ্ছ:ে যটেুকু সময়কাল অবস্থান করার নয়িত করলে মুসাফরি ব্যক্তকিে নামায পরপিূর্ণ সংখ্যায় পড়তে হবে সটো হচ্ছ-ে ২১ ওয়াক্তরে চয়েে বশেি নামায। আল-আসরাম, আল-মারযুকী ও অন্যান্য আলমেগণ এটি বর্ণনা করছেনে। তাঁর থকেে এটওি বর্ণতি আছে য,ে যদি কউে চারদনি থাকার নয়িত করে তাহলে সে ব্যক্তওি নামায পূর্ণভাবে আদায় করবনে। আর যদি এর চয়েে কম সময় থাকার নয়িত করে তাহলে কসর করে পড়ব।ে এটি ইমাম মালকে, শাফয়েি ও আবু ছাওররে অভমিত।[আল-মুগনী (২/৬৫) থকেে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রে (৮/৯৯) এসছে:ে "যে সফরে বরে হলে সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ করা যায় সটো হলো প্রথাগতভাবে যটোকে সফর বলা হয়। এর দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৮০ কঃিমঃি। যে ব্যক্তি এ পরমিাণ দূরত্ব বা তার চয়েে বশেি দূরত্বে সফর করবনে তনিি সফররে ছাড়গুলো ভোগ করতে পারনে; যমেন- তনিদনি তনিরাত মোজার উপর মাসহে করা, নামাযগুলো একত্রতি করে ও কসর করে আদায় করা, রমযানরে রোযা ভঙ্গ করা। এই মুসাফরি যদি কোন শহরে চারদনিরে বশেি সময় থাকার নয়িত করনে তাহলে তনিি সফররে ছাড়গুলো নতিে পারবনে না। আর যদি চারদনি বা চারদনিরে চয়েে কম সময় থাকার নয়িত করনে তাহলে তনিি সফররে ছাড়গুলো নতিে পারবনে। আর যে মুসাফরি এমন কোন দশেে অবস্থান করছনে কন্িতু তনিি জাননে না য,ে কবে তার প্রয়োজন শষে হবে এবং তনিি অবস্থান করার জন্য নর্িদষ্টি কোন সময় ধার্য্য

করনেনি; তাহলে তনিি সফর অবস্থার সুবধিাগুলো গ্রহণ করতে পারবনে; এমনকি যদি সে সময়টা অনকে লম্বা হয় তবুও। এক্ষত্রেে স্থল পথে সফর বা জল পথে সফর এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নইে।

পূর্বোক্ত আলোচেনার আলোকে আপনি যহেতেু লন্ডনে আটদনি থাকার নয়িত করছনে তাই এ অবস্থানকালে আপনার জন্য নামায কসর করা ও রোযা ভাঙ্গা জায়যে হবে না।

আপনি যে কষ্ট ও মনোযোগ দয়োর প্রয়োজন কথা উল্লখে করছেনে সগেুলো রোযা ভাঙ্গার বধৈতা দয়ে না।

আরও জানতে দখেুন: 132438 নং ও 141646 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।